

ইসলামের সমালোচনা।

(সম্প্রতি হল্যান্ডের চিত্র-নির্মাতা ভ্যান গগ খুন হয়েছেন মুসলমানের হাতে। কারণ, তিনি ইসলামে নারী-নির্যাতনের ওপরে সিনেমা বানিয়েছেন)।

কবি ইকবাল বলেছিলেন, “লোগ আসা’ন সমঝাতে হেঁ, মুসলমান হো’না”। অর্থাৎ লোকে মনে করে মুসলমান হওয়া সহজ। কথাটা সম্ভবতঃ তিনি মোল্লাদের ঠাট্টা করে বলেছিলেন কারণ কোরাণ যদি নিজেকে সহজ সরল বলে দাবী করে থাকে (সুরা ইমরান- ৭, ইত্যাদি), ইসলামের নাম যদি সিরাতুল মুস্তাকিম হয় (সহজ সরল পথ), তবে মুসলমান হওয়া সহজ হবারই কথা। যেটা কঠিন তা হল, ইসলামের সমালোচনা করা, তা গঠনমূলক হলেও।

কিন্তু তবু করতে হয়। ধর্ম, ওষুধ, আইন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি যা কিছু মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণ করার খুব দরকার আছে মানুষের চলমান সমাজের মঙ্গলের জন্যই। মানুষের ইতিহাস আবার ওগুলোর অপব্যবহারে ভর্তি। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ইসলাম-মুসলিমের সমালোচকদের একটা বড় অংশ জানেন না কিভাবে এই সংবেদনশীল কাজটা করতে হয়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন হল্যান্ডের চিত্র-নির্মাতা ভ্যান গগ। সম্প্রতি তিনি খুন হয়েছেন মুসলমানের হাতে কারণ তিনি সিনেমা বানিয়েছেন ইসলামে নারী-নির্যাতনের ওপরে।

ভালো! মুসলিম সমাজে তো নারী-নির্যাতন হয়ই! কিছু নির্যাতনকে জামাতিরা কোরাণ-হাদিস দিয়ে “আল্লাহর মেহেরবাণী” বলে প্রমাণ করে আর প্রচারও করে। চিরকাল তার প্রতিবাদও করেছেন বহু মুসলমান আর অমুসলমান পণ্ডিত দার্শনিক তাঁদের নিবন্ধ-বক্তৃতা আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে। আমীর আলী আর ডঃ রাশাদ খলীফা যেমন বলেছেন সুরা নিসা আয়াত ৩৪-এ বৌ-পেটানো হল অনুবাদের ভুল, ডঃ সাচেদিনা বা আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের মত পণ্ডিতেরা বলছেন ওটা ছিল তখনকার ব্যাপার, চিরকালীন নয়। অমুসলিম লেখকরাও বলেছেন অনেক কথাই। কার্ল আনষ্ট (ফেলোয়িং মুহম্মদ) বলেছেন, - নিজেদের সমাজে নারী-নির্যাতনের ভুরি ভুরি উদাহরণ রেখে পশ্চিম ভাব দেখায় যে পৃথিবীর সব মুসলিম নারী জেলখানায় বন্দী, আর পশ্চিম তাদের উদ্ধার করে একেবারে স্বর্গে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তা হয় না। তাঁদের গর্বিত মুসলিম পরিচয় বজায় রেখেই মুসলিম নারীরা সংগ্রাম করছেন এ কারাগার ভেঙ্গে বের হয়ে আসতে, তাঁদেরকে কথায় কাজে সমর্থন করাটাই দরকার।

কিন্তু ভ্যান গগ-এর প্রতিবাদ? শোনা যাক MuslimChronicle@yahooogroups.com থেকে :- তাঁর সিনেমার গুরুত্বটাই হচ্ছে এক মুসলিম নারী নামাজ পড়ছেন। তাঁর মুখ ঢাকা, কিন্তু শরীরকে নগ্ন বলা চলে। তাঁর বুক, নাভির অংশ আর উরুতে লেখা আছে কোরাণের সুরা - ঢাকা আছে বাতাসের মত পাতলা কাপড় দিয়ে, সে কাপড় নেই বললেই হয়। আয়াত উচ্চারণ করে নামাজ পড়ছেন তিনি, এবং সেজদা-ও দিচ্ছেন।

এ এক ভয়াবহ দৃশ্য। এ এক কুৎসিৎ এবং অসৎ দৃশ্য। এ অপকর্মের মূল্যে ভ্যান গগকে প্রাণ দিতে হল, মুসলিম সমাজকেও হিংস্রতার দিকে ঠেলে দেয়া হল। “মাগীবাজ নবী” নামের বই প্রকাশ করে রাজপাল এই একই কান্ড করেছিল কলকাতায় ১৯২৬ সালে (রঙ্গীলা রসুল- **PLAYBOY PROPHET**)। অনতিবিলম্বে খুন হয়ে গিয়েছিলেন রাজপালও, মারাত্মক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে। এরই সমান্তরাল শুদ্ধি অভিযানের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ খুন হলে দিল্লীতে মওলানা জওহরের বক্তৃতায় উৎসাহিত উদ্ভূত উত্থান ঘটে শতাব্দীর মৌলবাদী মৌদুদির। পুরোটাই বিপুল লোকসানের বেদনাদায়ক ইতিহাস।

সাংস্কৃতিক তফাৎ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যান গগ-এর কাছে যা হয়ত অনুপম শিল্পকর্ম, মুসলিম সমাজে তা অসহ্য অপকর্ম। বাস্তবে এ দিয়ে কোন নারী-অধিকারই রক্ষা করা যায় না, জনগোষ্ঠিকে অহেতুক ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। আর, জনতা যতই ক্ষেপে ওঠে ততই মোল্লাদের নেতৃত্বে বন্দী হয়ে পড়ে। ঠিক এমনই এক মহাশক্তি করেছেন সালমান রুশ্দ্দীও। মিডনাইট চিলড্রেন-এর মত চমৎকার বইয়ের এই প্রতিভাবান লেখক বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ লিখলেন এক থার্ডব্লাশ বই, স্যাটানিক ভার্সেস। ইসলামের মূল কেতাব সম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞতায় ভরা এ বইতে ইসলাম-মুসলিমের কোন সমস্যার বিশ্লেষণও নেই, সমাধানের কোন চেষ্টা-পরামর্শও নেই। আছে শুধু ইসলাম আর নবীজীকে নিয়ে নোংরা প্রহসন আর ঠাট্টা-তামাশা।

এটা ঠিক যে আমরা মুসলমানেরা ঘর-পড়া গল্পের মত সর্বদা উৎকর্ষিত হয়ে থাকি। ভেতরে বাইরে থেকে আঘাত খেতে খেতে আমাদের অবস্থা এখন এমন ল্যাজে-গোবরে যে দড়ি দেখলেও সাপ মনে হয়। আর মোল্লারা তো গাছের পাতাটা নড়লেও “ইসলামের ওপরে আঘাত” বলে হৈ হৈ চ্যাচামেচি করে ইসলামের মালিকানা হাতানোয় সিদ্ধহস্ত। তারা তেরশ’ বছরে প্রায় সব সমালোচককে “মুরতাদ” বলেছে, সুযোগ পেলে খুনও করেছে। ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব, অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা, সমালোচনা দেখলেই আঁৎকে ওঠা, ডান্ডা-পিস্তল হাতে খুন করতে দৌড়ানো- মোল্লাদের হাতে অশিক্ষিত পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজগুলোর জিম্মি হয়ে থাকা ইত্যাদি কারণে অন্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম-মুসলিমের সমালোচনা করা ঢের বেশী জটিল ও কঠিন।

কিন্তু তবু, সমালোচকদের দায় থেকে যায়। হোক জামাত অসৎ, সমালোচক অসৎ হবেন না। হোক জামাত অসুন্দর, সমালোচক অসুন্দর হবেন না। হোক জামাত ঠকবাজ, সমালোচক ঠকবাজ হবেন না। তাঁকে বুঝতে হবে, মুসলিম সমাজ অন্য সমাজের মত নয়। দুনিয়াময় এ সমাজের ব্যাপ্তি আর সাংস্কৃতিক ভিন্নতা একে করে তুলেছে অনন্য-একক, অন্য ধর্ম দিয়ে একে বিচার করা যায় না। অন্য ধর্মাবলম্বী দিয়েও মুসলমানকে বিচার করা যায় না। মুসলিম সমাজে মানবাধিকার লংঘনের কিছু মৌলিক উপাদান আছে, সেগুলো ছাড়া এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায় না। মানবাধিকার লংঘন সব সমাজেই একটা ব্যাধির মত। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দৃষ্টিতে এ ব্যাধির নিদান আর তার মাত্রা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন হতে বাধ্য। সে চেষ্টার কোন বিকল্প নেই। নগ্ন নারীদেহে কোরাণ দেখিয়ে মুসলিম সমাজের ভালো করা যায় না। বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে মুসলমান সমাজের গ্রহনযোগ্যতার যে স্বভাব-চরিত্র, তার সাথে পরিচিত হতে হবে। না হলে শুধু রক্তপাতই ঘটবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

বনের পাখী নিজের মনে গান গায়, কে শুনল না শুনল তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভিন্ন ধর্মীয়দের সাথে গুরুতর বিষয়ে কথা বলতে হলে সে সম্প্রদায়ের মুখের চলতি ভাষা আর মনের সাংস্কৃতিক ভাষা জানা চাই। প্রথম দিকের ব্রিটিশ ভারতে বাংলার গ্রামে পাদ্রী উইলিয়াম কেরী বক্তৃতায় লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন-এর বাংলা করে “উপস্থিত মাগী ও মিন্বেবন্দ” বলায় খুব হট্টগোল হয়েছিল। একই ভুল করেছেন চিত্র-নির্মাতা ভ্যান গগ। তিনি যে সমাজের মানুষ নগ্নতা সেখানে কোন ব্যাপারই নয়, নগ্নতার বিষয়ে মুসলিম সমাজের বিস্ফোরক মানসিকতার সাথে তাঁর পরিচয় না থাকারই কথা। কিন্তু অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো যায় না। কাজেই যা অঘটন হবার হয়েছে। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপার এটা নয়, নীতি-অনীতিরও নয়। প্যালেস্টাইনের আত্মঘাতি বালক-কম্যান্ডোর মত এসব হল রুদ্র বাস্তব যার একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে।

সব সমালোচক অভিজ্ঞ চিকিৎসক হবেন না। কারো কিছু ভুল হবে, তাতে অসুবিধে নেই। কিন্তু সব

সমালোচককে একটা মৌলিক নীতি মানতেই হবে, তা কেউ বুঝুক বা না-ই বুঝুক। নীতিটা হল, শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো।

ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা - ১৬ই নভেম্বর ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)।